যুগান্তর

তারিখ ... 12 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

# লাইব্রেরিয়ানদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য

## সমতার নীতি মানা হচ্ছে না

বিশেষ সংবাদদাতা

প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ রেখে লাইব্রেরিয়ানদের পদোন্নতি দেয়ার নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। শুধু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিয়ানের বেতন স্কেলসহ আপগ্রেড করে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। অথচ ভুক্তভোগী লাইব্রেরিয়ানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম সচিবালয়সহ সরকারি দফতরগুলোর লাইব্রেরিয়ানদের জন্য ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দিতে সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা মানা হয়নি। এ অবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে-কর্মরত লাইব্রেরিয়ানদের মধ্যে চরম ক্ষোভ অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিক্ষুব্ধ লাইব্রেরিয়ানরা যুগান্তরকে জানিয়েছেন, বেতন স্কেল আপগ্রেড করে পদোন্নতি দিতে হলে সবাইকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু একজন পাবেন, আর বাকিরা পাবেন না, তা হবে না। তারা এ ধরনের কোনো বৈষম্য মেনে নেবেন না। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েও দেশের বেশিরভাগ লাইব্রেরিয়ানের কোনো পদোন্নতি নেই। এ নিয়ে গত দুই যুগের বেশি সময় ধরে লাইব্রেরিয়ান কর্মকর্তা সমিতি বা বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানবিদ সমিতি প্রতিটি সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে এলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন লাইব্রেরিয়ান যুগান্তরকে জানান, 'যে পদে নিয়োগ সেই পদেই অবসর' এইভাবে চলছে তাদের জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়সহ দু'একটি প্রতিষ্ঠানে কালেভদ্রে লাইব্রেরিয়ানদের পদোন্নতি হলেও ৯৯ ভাগ লাইব্রেরিয়ান পদে কোনো পদোন্নতি নেই। অথচ লাইব্রেরিয়ান পদটি সরকারি চাকরির প্রথম শ্রেণীর পদ (ননক্যাডার)। এ পদে যোগ দেয়া কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করেন। তাদের মধ্যে যারা বিসিএস দিয়ে ক্যাডার সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন তারা তর তর করে পদোন্নতি পেয়ে উপরে উঠে গেছেন। কিন্তু যারা পড়াশোনা করা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরি নিয়েছেন তাদের কপাল পুড়েছে।

২৭ বছর চাকরি করেও তাদের ভাগ্যে কোনো পদোন্নতি জোটেনি। সূত্র জানায়, এ রকম বৈষম্য আর বঞ্চনার কারণে ব্লক পদে থাকা পদোন্নতিবঞ্চিত ৬ শতাধিক লাইব্রেরিয়ানের ক্ষোভ-অসন্তোষের শেষ নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ন্যায় অন্তত ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে লাইব্রেরিয়ান পদ রয়েছে। কিন্তু তাদেরও একই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পদোন্নতির দাবিতে তারা বহুবার জনপ্রশাসন সচিবসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, দিয়েছেন লিখিত আবেদন ও প্রস্তাবিত দাবিনামা। যেভাবে পদোন্নতি দেয়ার সুযোগ আছে তাও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন শুধুই আশ্বাস। এর মধ্যে ৯ এপ্রিল এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে ডিও লেটার দেন। এতে তিনি সচিবকে জানান, লাইব্রেরিয়ান-সহকারী লাইব্রেরিয়ানরা সমগ্র চাকরি জীবনে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সংক্রান্ত একটি নথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন থেকে অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি ন্যায্যতা ও সমতা নীতি অনুসরণ করে এ বিষয়ে একটি বিধিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন।